ইসলামী ব্যাংকিং-এ ক্যাশ ওয়াক্‌ফ

ইসলামী ব্যাংকিং-এ ক্যাশ ওয়াক্ফ

ড. মোহাঃ মেসবাহ উদ্দীন

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ইসলামী ব্যাংকিং-এ ক্যাশ ওয়াক্ফ
ড. মোহাঃ মেসবাহ উদ্দীন

বি আই এল আর এল এ সি-৪১

ISBN: 978-984-96139-7-8

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর-২০২৫

© সংরক্ষিত

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
মোঃ শহীদুল ইসলাম
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০২-২২৩৩৫৬৭৬২ মোবাইল: ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com
www.ilrcbd.org

অলংকরণ
আলমগীর হোসাইন

প্রচ্ছদ
ইলয়াস হোসাইন

মুদ্রণ
রাইয়ান প্রিন্টার্স

দাম : ৩৫০ টাকা US $ 10.00

ISALAMI BANKING A CASH WAQF Written by Dr. Md. Mesbah Uddin and Published by Md. Shohidul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B, Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Raiyan Printers, Elephant Road, Dhaka, Price Tk. 350. US $ 10.

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। "ইসলামী ব্যাংকিং এ ক্যাশ ওয়াক্ফ" শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করতে পেরে মহান রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি। সেই সঙ্গে এ গ্রন্থের লেখক ও বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, দুনিয়া হলো আখেরাতের উৎপাদন ক্ষেত্র। এই বাণীকে সাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত তাবৎ মুসলিম উম্মাহ ধারণ করেছে। তাই উম্মাহর উল্লেখযোগ্য একটি অংশ দুনিয়ার ভোগ বিলাসে মত্ত না হয়ে আল্লাহর মাখলুকাতের সেবায় নিজেদের অর্জিত ধনসম্পদ অকাতরে দান করেছেন এবং এখনো করছেন। মুসলিমদের মানবসেবার অন্যতম একটি মাধ্যম হলো ওয়াক্ফ। ওয়াক্ফ বললে এদেশের অধিকাংশ মানুষের মনোযোগ স্থাবর সম্পদের দিকে ধাবিত হয়। বাস্তবে ওয়াক্ফ শুধু স্থাবর সম্পত্তিতেই সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামের শুরু থেকেই মুদ্রা বা ক্যাশ ওয়াক্ফেরও চর্চা রয়েছে।

আধুনিক কালেও বিভিন্ন মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রে ক্যাশ ওয়াক্ফ সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। যেহেতু ওয়াক্ফ একটি ইসলামী বিধান, সেহেতু ক্যাশ ওয়াক্ফের টাকা সুদভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় দেয়ার সুযোগ নেই।

বস্তুত জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য বিনিয়োগের মাধ্যমে বেশি মানুষের কল্যাণের স্বার্থে ইসলামী ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ক্যাশ ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনা হওয়াটাই বিধেয়। সেই অর্থে ক্যাশ ওয়াক্ফের সাথে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশের সব ইসলামী ব্যাংক এবং কয়েকটি কনভেনশনাল ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোতে ক্যাশ ওয়াক্ফ একাউন্ট খোলার ব্যবস্থা রয়েছে।

'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি' এর কর্মকর্তা ড. মোহাঃ মেসবাহ উদ্দীন রচিত "ইসলামী ব্যাংকিং এ ক্যাশ ওয়াক্ফ" শীর্ষক গ্রন্থটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি চমৎকার গবেষণাকর্ম। এতে ক্যাশ ওয়াক্ফের আদ্যোপান্ত বর্ণিত হয়েছে।

পাঠক মাত্রই এ গবেষণাপত্র পাঠে উপকৃত ও সমৃদ্ধ হবেন। 'বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার'- সামাজিক উন্নয়ন ও ক্যাশ ওয়াকফের চর্চা বৃদ্ধির প্রত্যাশায় এ গ্রন্থ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গ্রন্থটি একাধিকবার রিভিউ হয়েছে। এতে সংযোজন- বিয়োজন এর প্রয়োজন নেই, এ কথা বলার অবকাশ নেই। বোদ্ধা মহলের যে কোন অভিমত আমরা শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করতে সর্বদা সচেষ্ট।

মহান আল্লাহ এ গ্রন্থের লেখক, সম্পাদক ও প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের শ্রম কবুল করুন। বাংলাদেশে ক্যাশ ওয়াক্ফের চর্চা ব্যাপকতা লাভ করুক, এই প্রত্যাশা।

মোঃ শহীদুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক

'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি' এর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক
জনাব মোঃ ওমর ফারুক খান-এর

বাণী

ওয়াক্ফ ইসলামী শরী'আহর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। ওয়াক্ফ হল, কোন সম্পদ আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান করে দেয়া, যার মুনাফা বা তা থেকে উৎপাদিত পণ্য আল্লাহর বান্দাগণ ভোগ করবে। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় ওয়াক্ফ কার্যক্রম আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে চলেছে। বিশেষত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ওয়াক্ফ কার্যক্রম একটি আশাব্যঞ্জক বিষয়। ২০০৪ সালের ১লা জুলাই 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' ক্যাশ ওয়াকফ সঞ্চয় হিসাব চালু করে। শরী'আহ্ সম্মত 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' কার্যক্রম বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। আরো বৃহত্তর পরিসরে এ কার্যক্রম বিস্তৃত হলে দেশের সার্বিক উন্নয়নে কাঙ্খিত অবদান রাখতে পারবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামী 'শরী'আহ্ অনুমোদিত 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণা অত্যন্ত জরুরী ছিল।

ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তা ড. মোহাঃ মেসবাহ উদ্দীন "ইসলামী ব্যাংকিং এ ক্যাশ ওয়াক্ফ" শীর্ষক একটি চমৎকার গবেষণা করেছেন। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। শ্রমলব্ধ এ কাজের জন্য আমি গবেষককে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। পেশাদারিত্ব বজায় রেখে ইসলামী ব্যাংকিং এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে ব্যাংকিং সেক্টরের কর্মকর্তাবৃন্দের এ ধরনের গবেষণা শুধু ইসলামী ব্যাংকিং এর জন্যই কল্যাণকর নয় বরং গোটা দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর জন্যই মঙ্গলজনক।

এ গ্রন্থটি ইসলামী ব্যাংকিং এর সকল কর্মকর্তাদের জন্য একটি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। যে কোনো ব্যক্তি এ গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হবেন বলে আমি মনে করি।

পরিশেষে আমি লেখকের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ এবং এ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলের ভালো কাজগুলো কবুল করুন। আমীন।

মাআসসালাম

(মোঃ ওমর ফারুক খান)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি

সূচিপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

ভূমিকা..... ১৩

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংকিং-এর ধারণা # ১৭-৬৪

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলামী ব্যাংকের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য.....১৮

ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য..... ২১

ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি.....২৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন ও ব্যাংকিং.... ..... ২৫

ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শনের মূলনীতি.....২৬

ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শনের সাথে ইসলামী ব্যাংকিং এর আন্তসম্পর্ক.....৩০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ.....৩১

ক. ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার তাত্ত্বিক যুগ.....৩১

খ. ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার বাস্তবায়ন যুগ..... ৩২

ইসলামী ব্যাংকিং বিকাশের ক্রমধারা..... ৩৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা ৩৯

মুঘল আমলে ব্যাংকিং ব্যবস্থা (১৫২৬-১৮৫৭) ৩৯

বৃটিশ শাসনামলে বাংলার ব্যাংকব্যবস্থা ৪০

পাকিস্তান শাসনামলে বাংলাদেশের ব্যাংকব্যবস্থা ৪১

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের ব্যাংকব্যবস্থা ৪২

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত..... ৪২

রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক.....৪৩

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক..... ৪৪

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক.....৪৮

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি..... ৪৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর সূচনা ও ক্রমবিকাশ.....৫০

ক. সরকারি প্রচেষ্টা..... ৫১

খ. সেমিনার সিম্পোজিয়াম.....৫২

গ. প্রশিক্ষণ ও জনবল তৈরি..... ৫৩

ঘ. বেসরকারি উদ্যোগ.....৫৩

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং এর হালনাগাদ তথ্য ৫৬

ইসলামি ব্যাংকিং এর আমানত সংগ্রহ.....৫৭

বিনিয়োগ প্রবাহ.....৫৮

আমদানি.....৫৯

রপ্তানি..... ৬০

রেমিটেন্স.....৬১

শাখা বৃদ্ধি.....৬২

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামের দৃষ্টিতে ওয়াক্‌ফ ও ক্যাশ ওয়াকফ্ # ৬৫-১৬৪

প্রথম পরিচ্ছেদ : ওয়াক্‌ফের পরিচয় ও প্রকারভেদ..... ৬৫

প্রথম অনুচ্ছেদঃ ওয়াক্‌ফ-এর শাব্দিক বিশ্লেষণ.....৬৬

ওয়াক্‌ফ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা.....৬৭

ওয়াক্‌ফ প্রসঙ্গে শরী'আহ্ আইনের মৌলিক ভাষ্য.....৬৮

আল-হাদীসে ওয়াক্‌ফ প্রসঙ্গ.....৬৯

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ বিভিন্ন মাযহাবের দৃষ্টিতে ওয়াক্‌ফের বৈশিষ্ট্য..... ৭০

হানাফী মাযহাব.....৭০

মালিকী মাযহাব..... ৭১

শাফিয়ী ও হাম্বালী মাযহাব..... ৭১

ইখতিলাফের কারণ..... ৭২

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ওয়াক্‌ফের প্রকারভেদ.....৭৩

অভিমত-১..... ৭৩

অভিমত-২..... ৭৩

অভিমত-৩..... ৭৪

১. জনসাধারণের জন্য ওয়াক্‌ফ.....৭৪

২. ওয়াক্‌ফ-আল-আওলাদ.....৭৫

৩. স্মরণাতীতকাল হতে ব্যবহৃত ওয়াক্‌ফ.....৭৫

অভিমত-৪.....৭৫

অভিমত-৫.....৭৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামে ওয়াক্‌ফের ক্রমবিকাশ.....৭৭

প্রথম অনুচ্ছেদঃ ইসলাম পূর্ব যুগে ওয়াক্‌ফ..... ৭৭

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ ইসলামের সোনালী যুগে ওয়াক্‌ফ..... ৭৯

মহানবী ﷺ-এর সময়ে ওয়াক্‌ফ.....৭৯
১. মসজিদ কুবা.....৮০
২. মসজিদ নববী.....৮০
৩. উমর (রা.)-এর প্রাপ্ত খায়বরের এক খণ্ড জমি ওয়াক্‌ফ প্রসঙ্গ.....৮১
৪. আবু দারদা (রা.)-এর বাগান ওয়াক্‌ফ.....৮২
৫. 'মুখায়্যিরিক' নামক এক ইহুদী'র ওয়াক্‌ফ.....৮২
৬. আবু তালহা আনসারী (রা.)-এর ওয়াক্‌ফ.....৮৩
৭. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিজস্ব ওয়াক্‌ফ.....৮৩
খুলাফাহ্ রাশেদীনদের ওয়াক্‌ফ.....৮৪
উমাইয়া ও পরবর্তী শাসনামলে ওয়াক্‌ফ.....৮৬
মামলুকদের রাজত্বকাল ও পরবর্তীকালে ওয়াক্‌ফ.....৮৮
ওয়াক্‌ফের অন্যান্য রূপপরিক্রমা.....৮৯

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ওয়াক্‌ফের বিবর্তন ও বর্তমান প্রেক্ষাপট.....৯১
১. মসজিদ.....৯৬
২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান.....৯৬
৩. হাসপাতাল.....৯৭
৪. মুসাফিরখানা.....৯৭
৫. খানকা ও ইবাদতখানা.....৯৭
৬. বাড়িঘর নির্মাণ.....৯৭
৭. খাবার পানির ব্যবস্থা ৯৮
৮. বেকার লোকদের জন্য ফ্রী খাবার বিতরণের ঘর.....৯৮
৯. মক্কায় হাজীদের থাকার জন্য ঘরবাড়ি নির্মাণ.....৯৮
১০. সীমান্তরক্ষীদের জন্য ঘর নির্মাণ.....৯৮
১১. যুদ্ধ সরঞ্জাম.....৯৮
১২. আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ.....৯৮
১৩. রাস্তা ব্রীজ.....৯৮
১৪. কবরস্থান ৯৯
১৫. দরিদ্র ও অনাথদের কাফন-দাফন.....৯৯
১৬. লাওয়ারিশ শিশুদের লালন-পালন.....৯৯
১৭. অক্ষম লোকদের তত্ত্বাবধান.....৯৯
১৮. কয়েদীদের সংশোধন.....৯৯
১৯. বিবাহের খরচ নির্বাহ.....৯৯
২০. পশুর চিকিৎসা.....৯৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ওয়াক্‌ফের শরঈ' বিধান.....১০০
প্রথম অনুচ্ছেদ : ওয়াক্‌ফের হুকুম ও শর্তাবলি.....১০০

ওয়াক্‌ফের হুকুম.....১০০
আল-কুরআনে ওয়াক্‌ফ বা ভূ-সম্পদ দান প্রসঙ্গ.....১০১
আল-হাদীসে ওয়াক্‌ফ প্রসঙ্গ.....১০২
১. কুরআনের আলোকে ওয়াক্‌ফের বিধান.....১০৩
২. হাদীসের আলোকে ওয়াক্‌ফের বিধান.....১০৩
৩. ইসলামী আইনবিদগণের অভিমত.....১০৩
ওয়াক্‌ফের মৌলিক বিষয়াবলি.....১০৫
ওয়াক্‌ফ চিরস্থায়ী.....১০৬
ওয়াক্‌ফ-এর কার্যকারিতা.....১০৬
ওয়াক্‌ফ অপরিবর্তনীয়.....১০৬
মোতাওয়াল্লী নিয়োগ.....১০৭
ওয়াক্‌ফ প্রত্যাহারের বিধান.....১০৭
শরীকানা বা এজমালি সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ.....১১০
ওয়াক্‌ফের শর্তাবলি.....১১১
ক. ওয়াক্‌ফকারীর সাথে সম্পৃক্ত শর্তাবলি.....১১১
খ. ওয়াক্‌ফ কর্মের সাথে সম্পৃক্ত শর্তাবলি.....১১১
গ. ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত শর্তাবলি.....১১৩
ওয়াক্‌ফের জন্য আরো কিছু শর্তাবলি রয়েছে, তা হল: ১১৩

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : মোতাওয়াল্লী সম্পৃক্ত বিধান.....১১৪
মোতাওয়াল্লী ও মোতাওয়াল্লীর দায়িত্ব ১১৪
মোতাওয়াল্লী বা পরিচালনা কমিটির দায়িত্ব-কর্তব্য.....১১৮
মোতাওয়াল্লী ও পরিচালনা কমিটির অব্যাহতি.....১১৯
মোতাওয়াল্লী নিযুক্তি প্রসঙ্গ.....১২০
কিভাবে মোতাওয়াল্লী নিয়োগ করা হয়.....১২১
মোতাওয়াল্লীর অপসারণ.....১২২

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ ওয়াক্‌ফের ক্ষেত্র, ওয়াক্‌ফ সীমিতকরণ ও রহিতকরণ সম্পৃক্ত বিধান.....১২৩
ওয়াক্‌ফের বৈধ ক্ষেত্র.....১২৩
ওয়াক্‌ফের অবৈধ ক্ষেত্র.....১২৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ.....১২৪
প্রথম অনুচ্ছেদ : বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তন.....১২৪
পাক-ভারত উপমহাদেশে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা ১২৪
বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট.....১২৮
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : ওয়াক্‌ফ সম্পৃক্ত আইন ও নীতিমালা.....১৩২
উপমহাদেশে ওয়াক্‌ফ আইন.....১৩২

ওয়াক্ফ আইনের বিবর্তন.....১৩৩
সংক্ষেপে ওয়াক্ফ আইনের বিবর্তন.....১৩৪
বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসনের কার্যাবলি.....১৩৬
বাংলাদেশে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়াক্ফ এস্টেট.....১৩৮
ওয়াক্ফ প্রশাসকের দায়িত্ব-কর্তব্য.....১৩৯

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : বাংলাদেশের ওয়াক্ফের ধরণ ও ওয়াক্ফ সম্পত্তির পরিমাণ.....১৪১
বাংলাদেশে ওয়াক্ফের পরিসংখ্যান.....১৪২
১. ওয়াক্ফ-ই-লিল্লাহর সর্বজনীন ওয়াক্ফ.....১৪৪
২. ওয়াক্ফ-আলাল-আওলাদ.....১৪৫
বিভাগ ও জেলাভিত্তিক ওয়াক্ফ প্রশাসন কাঠামো.....১৪৫
আঞ্চলিক অফিস.....১৪৫
বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের ভিশন ও মিশন.....১৪৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ক্যাশ ওয়াকফ্.....১৪৬
প্রথম অনুচ্ছেদ: 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' এর পরিচয়. ১৪৬

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' এর বৈধতা ও দৃষ্টান্ত.....**১৫০**
ক্যাশ ওয়াক্ফ এর বৈধতা.....১৫০
দলীল প্রমাণ.....১৫৪
অগ্রাধিকার.....১৫৭
ক্যাশ ওয়াক্ফ এর দৃষ্টান্ত.....১৫৯
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগ.....১৫৯
সাহাবীগণের যুগ.....১৫৯
তাবিয়ীগণের যুগ.....১৫৯
ফিকহী ইমামগণের যুগ.....১৬০
মরোক্কোয় ক্যাশ ওয়াক্ফের প্রচলন.....১৬১
উসমানী আমলে ক্যাশ ওয়াক্ফ.....১৬২
উসমানী শাসনামলে ক্যাশ ওয়াক্ফের কয়েকটি দৃষ্টান্ত.....১৬৩

তৃতীয় অধ্যায়
ইসলামী ব্যাংকিং-এ ক্যাশ ওয়াক্ফ # ১৬৫-২০৪

প্রথম পরিচ্ছেদ: বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকে ক্যাশ ওয়াক্ফ.....১৬৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিংয়ে ক্যাশ ওয়াক্ফ.....১৭১
প্রথম অনুচ্ছেদ: বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে ক্যাশ ওয়াক্ফ হিসাব.....১৭২
ক্যাশ ওয়াক্ফ ইসলামী অর্থনীতি এবং ব্যাংকিং সেক্টরে এক নতুন সংযোজন.....১৭২

ক্যাশ ওয়াক্ফভিত্তিক বিভিন্ন প্রোডাক্ট.....১৭৪
আল-ওয়াসিয়াহ বিল ওয়াকফ (নগদ) হিসাব.....১৭৪

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্যাশ ওয়াক্ফ হিসাবের নীতিমালা..১৭৫
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং-এ ক্যাশ ওয়াক্ফের প্রায়োগিক চিত্র.....১৭৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকিং-এ প্রচলিত ওয়াক্ফের ভূমিকা.....১৮০

প্রথম অনুচ্ছেদ : আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্যাশ ওয়াক্ফ.....১৮০
ক্যাশ (নগদ) ওয়াক্ফ-এর অবদান.....১৮০
অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও ওয়াক্ফ.....১৮১
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : দারিদ্র্য বিমোচনে ক্যাশ ওয়াক্ফ.....১৮২
দুস্থ জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন.....১৮২

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : শিক্ষার বিকাশে ক্যাশ ওয়াক্ফ.....১৮৩
শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন.....১৮৩
শিক্ষা বৃত্তি.....১৮৩
শিক্ষা ও কৃষ্টি.....১৮৩
শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত আর্থিক অনুদান.....১৮৪
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : স্বাস্থ্য সেবায় ক্যাশ ওয়াক্ফ.....১৮৫
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : ধর্মীয় স্থাপনা নির্মাণে ক্যাশ ওয়াক্ফ.....১৮৬

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : সামাজিক উপযোগিতা সৃষ্টিতে ক্যাশ ওয়াক্ফ.....১৮৬
সামাজিক উন্নয়ন সেবা.....১৮৭
সামাজিক আনুসঙ্গিক সেবা কার্যক্রম.....১৮৭
ক্যাশ ওয়াক্ফের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ধারণা.....১৮৭
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্যাশ ওয়াকফের আরো কিছু উদ্দেশ্য.....১৯০
সামাজিক কল্যাণ, উন্নয়ন ও বিনিয়োগ.....১৯১
যৌতুক বিহীন বিয়ের ক্ষেত্রে অনুদান.....১৯১

উপসংহার.... .....১৯২
গ্রন্থপঞ্জি.....১৯৬

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ্। মহান আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে **"ইসলামী ব্যাংকিং-এ ওয়াক্ফ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এর ভূমিকা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ"** (Waqf in Islamic Banking and its Role in Socio-economic Development: Bangladesh Perspective) শিরোনামে পিএইচ.ডি. গবেষণাকর্মটির অংশ বিশেষ **"ইসলামী ব্যাংকিং-এ ক্যাশ ওয়াক্ফ"** গ্রন্থাকারে প্রকাশের কাজ সম্পন্ন হলো। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলাম পরিপূর্ণ একটি জীবনব্যবস্থা। ইসলামে মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের যাবতীয় বিধিমালা বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা আন্তর্জাতিক জীবনের এমন কোন বিষয় নেই যা ইসলামে বর্ণনা করা হয়নি। ওয়াক্ফ ইসলামী শরী'আহর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। ওয়াক্ফ হল, কোন সম্পদ আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান করে দেয়া, যার মুনাফা বা তা থেকে উৎপাদিত পণ্য আল্লাহর বান্দারা ভোগ করবে। ইসলামী অর্থ-সম্পদ সংশ্লিষ্ট এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার অন্যতম একটি কার্যক্রম। আধুনিক ব্যাংকব্যবস্থার নীতিমালায় ইসলামী শরী'আহর গণ্ডীতে পরিচালিত ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় ওয়াক্ফ কার্যক্রম আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে। বিশেষত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ওয়াক্ফ কার্যক্রম একটি আশাব্যঞ্জক বিষয়। বাংলাদেশে ১৯৯৭ সালে স্যোসাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সর্বপ্রথম ক্যাশ ওয়াক্ফ সঞ্চয় প্রকল্প চালু করে। এরপর ২০০৪ সালের ১লা জুলাই দেশের শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' ক্যাশ ওয়াক্ফ সঞ্চয় হিসাব চালু করে। এরপর ইসলামী ব্যাংকগুলোর মধ্যে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এবং প্রচলিত ধারার এবি ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক এবং ব্যাংক এশিয়া 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' হিসাব চালু করে। 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করেছে। ইতোমধ্যে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সংযোজিত শরী'আহ্সম্মত 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' কার্যক্রম বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। কাজেই ইসলামী ব্যাংকসমূহের 'ক্যাশ ওয়াক্ফ'

কার্যক্রমটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যে অবদান রেখে চলেছে তা যথাযথ মূল্যায়িত হলে, আরো বৃহত্তর পরিসরে এ কার্যক্রম বিস্তৃত হবে এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে কাঙ্খিত অবদান রাখতে পারবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামী শরী'আহ্ অনুমোদিত 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণা হওয়া অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। যেহেতু ওয়াক্ফ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে অসংখ্য আয়াত নাযিল হয়েছে এবং আয়াতসমূহের প্রাসঙ্গিক আলোচনায় অসংখ্য হাদিসও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি ইসলামী ব্যাংকিং-এ ওয়াক্ফ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এর ভূমিকা: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ শিরোনামে বা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্য কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর গবেষণা সম্পাদিত হয়নি।

উপর্যুক্ত প্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার আলোকে পিএইচ.ডি. গবেষণার স্বীকৃত পদ্ধতির আলোকে গবেষণাকর্মটি প্রণীত হয়েছে। আমার এই গবেষণার সুপারভাইজার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইবন হোছাইন স্যার-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যার আন্তরিক সহযোগীতা আমার দীর্ঘপথ চলাকে সহজ করেছিলো।

এ গবেষণাকর্মের প্রারম্ভিকায় একটি ভূমিকা প্রদান করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে– ব্যাংকব্যবস্থার পরিচয় ও ইতিহাস উপস্থাপন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে ব্যাংক এর পরিচয়; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তন ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে ব্যাংকিং কার্যক্রমের ধারা তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে– ইসলামী ব্যাংকিং-এর ধারণা সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইসলামের অর্থনৈতিক ধারণা ও ব্যাংকিং ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে– বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের ব্যাংকব্যবস্থা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর সূচনা ও ক্রমবিকাশ ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর হালনাগাদ তথ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে– ইসলামে ওয়াক্ফ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে ওয়াক্ফ-এর পরিচয় ও প্রকারভেদ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইসলামে ওয়াক্ফের ক্রমবিকাশ ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে ওয়াক্ফের শারঈ' বিধান, চতুর্থ পরিচ্ছেদে বাংলাদেশে ওয়াক্ফ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে– আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে উন্নয়ন, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সূচক; তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নয়ন ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে ইসলামী ব্যাংকিং ও উন্নয়ন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে– আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকিং এ প্রচলিত ওয়াক্‌ফের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে বিশ্বজুড়ে ইসলামী ব্যাংকিং এ অনুশীলিত ওয়াক্‌ফের ধরন ও পরিমাণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিংয়ে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্যাশ ওয়াক্‌ফের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এ গবেষণাকর্মটি বাংলায় রচিত হয়েছে, তবে আরবি ও ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলির উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে। এ গবেষণাকর্ম রচনা ও প্রণয়নে বাংলা ভাষার চলিত প্রাঞ্জল রীতিকে অনুসরণ করা হয়েছে। সাংবিধানিক ও কোটেশনমূলক কিছু জায়গায় সাধুরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির 'প্রমিত বাংলা বানান রীতি'কে অনুসরণ করা হয়েছে। তবে ইসলামি ও আরবি পরিভাষার অনেক বানানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রচলিত ও বোধগম্য ভাষা রীতি ব্যবহারের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। গবেষণার শেষাংশে একটি বিশ্লেষণধর্মী উপসংহার এবং গবেষণার ফলাফল ও ফলাফলের আলোকে একটি প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়েছে। শেষাংশে গবেষণাকর্মে ব্যবহৃত গ্রন্থসমূহের একটি গ্রন্থপঞ্জি প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার- এর নির্বাহী পরিচালক মুহতারাম শহীদুল ইসলাম ভাই এর প্রতি সবিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তিনি এটিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। মহান আল্লাহ এ কাজে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন এ গবেষণাকর্মটিকে দীনের খিদমতে কবুল করেন এবং আখিরাতে এটিকে নাজাতের উসিলা হিসেবে গ্রহণ করেন। আমিন।

- ড. মোহাঃ মেসবাহ উদ্দীন